

রঙিন ক্যানভাসগুলো থেকে উঁকি
দিচ্ছিল বে-রঙিন হাহাকার।



বেগুলো অব্যক্ত বলে তার ভাষাটাও ছিল নেহাতই একটা প্রতীকী। তাই কোথাও চলতি সময়ে দৃশ্যের বাড়বাড়ন্তে ভালোবাসার চূড়ান্ত মুহূর্তগুলো হয়েছে ক্রমেই ডিসপসেবল মাস্কবন্দি। অন্য দিকে ইট-কাঠ পাথরের দমবদ্ধ শহর থেকে একটু ছুটকারা নিয়ে মাটিরটানে টুকরো মূল্যবোধের কাছে ফিরে আসার একটা নিরশব্দ আকৃতি। একটা মাত্র গাছে তিনশো ছাগ্লাসখানা আমচাষ করে সাড়া ফেলে দেওয়া লখনউ মালিয়াবাদের বিখ্যাত হয়ে ওঠা কৃষক হাজি কলিমুল্লা খান চিত্রকল্পে স্বয়ং হাজির ছিলেন রাষ্ট্রপতির মোঘল গার্ডেন-এ। যদিও গটিছড়া বেঁধে সেখানেও হাজির বহুজাতিক সংস্থার কর্পোরেট পানীয়রা। তরুণ প্রজন্মের শিল্পী মেহাশিস, জ্যোতির্ময়, মিঠুন-দের মতন এ ভাবেই যেন ক্যানভাসে সময়ের মোকাবিলা করলেন অনেকে। নিজেদের চিত্রকলায় তখন উপরের সারিতে নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, মকবুল ফিদা হুসেন, গণেশ পাইনের মতন কিংবদন্তিরা। গোটা দেশের মোট বাষ্পিজন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে সম্প্রতি ইমামি ডিজল আর্টে শুরু হল প্রদর্শনী 'সিমলেস এনকাউন্টার'। আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন শিল্পী শুভপ্রসন্ন। প্রদর্শনীটি চলবে নতুন বছরের জানুয়ারির ১৩ তারিখ পর্যন্ত।